বিশ্রাম প্রত্যাখ্যান

শাব্বাথ অপরাহ্ণ

শাস্ত্রপাঠ: গণনা ১১:১-১৫; ১২:১-৩; ১৩:২৭-৩৩; ১ করিন্থীয় ১০:১-১১।

মুখস্থপদ: "এই সকল তাহাদের প্রতি দৃষ্টান্তস্বরূপ ঘটিয়াছিল, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য লিখিত হইল; আমাদের, যাহাদের উপর যুগকলাপের অন্ত আসিয়া পড়িয়াছে" (১ করিন্থীয় ১০:১১)।

বড় ধরণের কোন ভূকম্পনের কেবলই আগে কুকুর ও অন্যান্য প্রাণি সাধারণত অদ্ভুতভাবে আচরণ করে থাকে। বিজ্ঞানীরা এখন জানেন যে, জীবজন্তু মানুষের থেকে অনেক আগেই ভূকম্পনের চাপ আঁচ করতে পারে। হতেপারে, সে কারণেই মাটি কেঁপে উঠার আগে জীবজন্তুরা বিভ্রান্ত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। বড় ধরণের কোন ভূকম্পন ঘটার পূর্বে যে মৃদু ভূকম্পন ঘটে থাকে, সে-শব্দ হাতিরা কয়েক দিন কিংবা কয়েক সপ্তা আগে শুনতে পায়। ক্ষুদ্র ভূকম্পনের এই শব্দগুলো মানুষ মোটেও শুনতে পায় না।

আগস্ট ২৩, ২০১১ তারিখে ৫.৮ মাত্রার একটি ভূমিকম্প ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায় আঘাত হানে। এই ভূকম্পনের কয়েক মিনিট আগে জাতীয় চিড়িয়াখানার কিছু জীবজন্তু অদ্ভুতভাবে আচরণ করতে থাকে। লেমুরগুলো হচ্ছে এর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। লেমুর হচ্ছে দেখতে অনেকটা বানরের মত প্রাণি। লেমুর হচ্ছে লোমশ ও দীর্ঘ লেজ বিশিষ্ট প্রাণি। লেমুর মাদাগাস্কারের গাছে বাস করে। চিড়িয়াখানার লেমুরগুলো ভূ-কম্পণ শুরু হবার আগে ১৫ মিনিট ধরে উচ্চস্বরে চেঁচামেচি করেছিল।

চলতি সপ্তাহে, আমরা মানুষের কিছু অদ্ভুত আচরণের নমুনা নিয়ে আলোচনা করব। এই আচরণ ভূমিকম্প কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে হয়নি। এই আচরণ পাপের কারণে হয়েছিল। আমাদের পাঠের মানুষগুলো যীশুর ক্ষমায় আশ্রয় (বিশ্রাম) নিতে অস্বীকার করেছিল। বিশ্বাস সহকারে যারা যীশুর কাছে এসে থাকে, তাদের প্রত্যেককে তিনি এই ক্ষমা সাধছেন।

রবিবার **জুলাই ৪**

প্রান্তরে বিশ্রাম অস্বীকার করে (গণনা ১১:১-১৫)

ইস্রায়েল-জাতি যখন সীনয় পরিত্যাগ করে, তখন নিশ্চয় তাদের খারাপ লেগেছিল। তারা মিশর ত্যাগ করেছে প্রায় এক মাস হয়ে গেছে (গণনা ১:১)। লোকেরা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে চায়। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য যে-সব অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তা অবশ্যই তারা দেখেছিল। কিন্তু সীনয় পরিত্যাগ করার পর তারা প্রথম যে স্থানটিতে এসেছিল, সেখানে এসে কি ঘটেছিল? তারা বচসা করতে শুরু করেছিল!

লোকেরা কি নিয়ে বচসা করল? উত্তরের জন্য গণনা ১১:১-১৫ পদ পড়ুন।

ইস্রায়েলের মিশ্রিত জাতি বচসা করতে শুরু করে। শীঘ্রই ইস্রায়েলের মূল জাতিও এতে যুক্ত হয়। তারা সবাই মিশরে খাওয়া খাদ্যদ্রব্য দাবী করে। "আর তাহাদের মধ্যবর্তী বিদ্রোহী লোকেরা লোভাক্রান্ত হইয়া উঠিল; আর ইস্রায়েল-সন্তানগণও পুনর্বার রোদন করিয়া কহিল, কে আমাদিগকে ভক্ষণার্থে মাংস দিবে? আমরা মিসর দেশে বিনামূল্যে যে যে মাছ খাইতাম, তাহা এবং শসা, খরমুজ, পিঁয়াজ, সব্‌জি-পিঁয়াজ ও রশুনের কথা মনে পড়িতেছে। এখন আমাদের প্রাণ শুষ্ক হইল, কিছুই নাই; আমাদের সম্মুখে এই মান্না ব্যতীত আর কিছু নাই" (গণনা ১১:৪-৬)। আপনি কি দেখছেন যে, লোকেরা মিশর সম্পর্কে কেবল সেটাই মনে রাখছে যা তারা মনে রাখতে চাইছে? তারা কঠিন দাস্যকর্মের কথা ভুলে গেছে এবং খাবারের কথা মনে রাখছে!

ঈশ্বর এক বছরের বেশি কাল ধরে লোকদেরকে মান্না খাওয়াচ্ছিলেন। কিন্তু লোকেরা মান্না নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল না। তারা অন্য কিছু চাচ্ছিল। লোকেরা যে-সব গোলমাল করছিল, তা নিয়ে মোশিও মনঃক্ষুণ্ন ছিলেন। নিঃসন্দেহে, মোশির কাজ সহজ ছিল না। কিন্তু মোশি জানতেন যে, একজনের প্রতি তাকে ফিরতে হবে: যীশু। মোশি প্রভুকে বলেন, "তুমি কি নিমিত্ত আপন দাসকে এত ক্লেশ দিয়াছ? কি নিমিত্তই বা আমি তোমার অনুগ্রহ পাই নাই যে, তুমি এই সকল লোকের ভার আমার উপরে দিতেছ?" (গণনা ১১:১১)।

ঈশ্বর কিভাবে লোকদের প্রতি সাড়া দিলেন? উত্তরের জন্য গণনা ১১:১৬-৩৩ পদ পড়ুন।

নিঃসন্দেহে, ঈশ্বর আমাদের অভাব জানেন। তিনি জানেন, আমরা কখন মনঃক্ষুণ্ন হই। তাই, ঈশ্বর লোকদের পাখি খেতে দিলেন। কিন্তু লোকেরা আসলে মাংস খেতে চায়নি। যখন আমরা বিপর্যস্ত হই, তখন আমরা ক্রোধের পিছনে যে-সব কারণ দর্শাই, সাধারণত সে-সব কারণ তখন প্রকৃত কারণ হয় না। সুতরাং, আমরা যেহেতু একটি গভীরতম সমস্যা নিয়ে মনঃক্ষুণ্ন, তাই আমরা দাঙ্গা বাধাই। ইস্রায়েল জাতি তাদের জীবনে ঈশ্বরের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে। সে-বিষয় নিয়ে আমাদের সকলকে সাবধান হতে হবে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা হচ্ছে আমাদের ধারণা অপেক্ষাও সহজ।

অতীতে যা ছিল সেটাই ভাল ছিল– ভাবাটা সহজ কেন?

সোমবার **জুলাই ৫**

পাপ যখন মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে (গণনা ১২:১-৩)

মরিয়ম ও হারোণ কোন্ বিষয় নিয়ে হতাশ ছিলেন? উত্তরের জন্য গণনা ১২:১-৩ পদ পড়ুন।

প্রথমে, আমরা হয়ত ভাবতে পারি যে, মরিয়ম ও হারোণ মোশির স্ত্রী সিপ্পোরার বিষয়ে অসন্তুষ্ট। সিপ্পোরা ছিলেন একজন মিদিয়নীয় কুশীয় (যাত্রা ৩:১)। তিনি ছিলেন ইস্রায়েল-বংশীয়।

কিন্তু বাইবেল দেখায় যে, মরিয়ম ও হারোণের অসন্তুষ্টির কারণ সিপ্পোরা ছিলেন না। তাদের অভিযোগ ছিল নেতৃত্ব সংক্রান্ত। ১১ অধ্যায়ে, ঈশ্বর মোশিকে ৭০ জন নেতা মনোনয়ন করতে বলেন। এই লোকেরা মোশীকে নেতৃত্বদানে সাহায্য করবে (গণনা ১১:১৬, ১৭, ২৪, ২৫)। হারোণ ও মরিয়ম ইস্রায়েলের শীর্ষ স্থানীয় নেতা-নেত্রী ছিলেন (যাত্রা ৪:১৩-১৫; মীখা ৬:৪)। কিন্তু এখন তারা উপলব্ধি করছেন যে, তাদের নেতৃত্ব ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। হারোণ ও মরিয়ম পরস্পর বলেন: "সদাপ্রভু কি কেবল মোশির সহিত কথা কহিয়াছেন? আমাদের সহিত কি বলেন নাই? আর এই কথা সদাপ্রভু শুনিলেন" (গণনা ১২:২)।

ঈশ্বর কিভাবে হারোণ ও মরিয়মের এই অভিযোগের উত্তর দিলেন? উত্তরের জন্য গণনা ১২:৪-১৩ পদ পড়ুন। আপনার কি মনে হয়, ঈশ্বর কেন এতটা জোরালোভাবে উত্তর দিলেন?

ঈশ্বর যথার্থভাবে তাদের অভিযোগের উত্তর দিলেন। ঈশ্বর কুষ্ঠ দ্বারা মরিয়মকে উত্তর দিলেন। কুষ্ঠ হচ্ছে ভয়ংকর চর্মরোগ। বাইবেলের যুগে, কুষ্ঠরোগীরা একাকী বাস করত যেন তারা তাদের এই রোগ অন্যদের সঙ্গে না ছড়ায়। কুষ্ঠরোগ কারও জন্য সন্দেহের জায়গা রাখে না যে, কে ভুল। হ্যাঁ, হারোণ ও মরিয়মকে ঈশ্বর তাঁর লোকদের জন্য বিশেষ বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু হারোণকে ও মরিয়মকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হত যে, এই বার্তাগুলো হচ্ছে একটি উপহার। লোকদের উপর কর্তৃত্ব করার জন্য তাদেরকে এই উপহার দেয়া হয়নি। লোকদের পরিচালনার জন্য ঈশ্বর মোশিকে মনোনয়ন করেছিলেন, কারণ মোশি জানতেন যে, তাকে সমস্তকিছুর জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে হবে।

হারোণের কুষ্ঠ হয়নি। ঈশ্বর যদি হারোণকে কুষ্ঠরোগ দিয়ে আবৃত করতেন, তাহলে হারোণ পবিত্র তাঁবুতে প্রবেশ করতে পারতেন না এবং ঈশ্বরের সেবা করতে পারতেন না। কিন্তু মরিয়মের উপর পতিত কুষ্ঠরোগ দেখায় যে, ঈশ্বর তার (মরিয়মের) ব্যাপারে কিংবা হারোণের ব্যাপারে খুশি নন। হারোণ তার বোনের জন্য ঈশ্বরের নিরাময় প্রার্থনা করেন। তার প্রার্থনা দেখায় যে, যে-কারণে তার বোনের কুষ্ঠ হয়েছে, সেই কারণের সঙ্গে তিনিও সম্পৃক্ত (গণনা ১২:১১)। মোশিও তার বোনের জন্য প্রার্থনা করেন (গণনা ১২:১১-১৩)। ঈশ্বর চান আমরা যেন আমাদের সহ-বিশ্বাসী ভ্রাতা ও ভগ্নিদের জন্য আমাদের হৃদয়ে একই প্রেম রাখি।

আমাদের নেতা-নেত্রীরা যখন ভুল করে, তখন তাদেরকে দোষারোপ না করে বরং তাদের জন্য প্রার্থনা করা শ্রেয় কেন?

.....

.....

মঙ্গলবার **জুলাই ৬**

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (গণনা ১৩:২৭-৩৩)

ইস্রায়েল জাতি প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমান্তে উপস্থিত হয়। মোশি ১২ জন গুপ্তচর কনানে পাঠান। তাদের কাজ হল দেশটির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা এবং ফিরে এসে মোশিকে ও লোকদেরকে প্রতিবেদন দেওয়া। প্রথমে তাদের প্রতিবেদন চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর ছিল।

গণনা ১৩:২৭-৩৩ পদে গুপ্তচরদের প্রতিবেদন পড়ুন। প্রতিবেদনের কোন্ অংশ ইস্রায়েল-জাতিকে নিরাশ করেছিল?

লোকেরা যেন আশা না হারায় এবং তারা যেন তাদের নেতাদের বিরুদ্ধে না যায়, সে-জন্য কালেব তার সেরা চেষ্টাটি করেছিলেন। তথাপি, সন্দেহবাদীরা জয়ী হয়। তারা লোকদেরকে হতাশ করার কাজে সফল হয়। পরিশেষে, তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত দেশটি দখলের চেষ্টা ছেড়ে দেয়। ইস্রায়েল-জাতির অন্তঃকরণ এমন হয় যে, তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর (বিশ্রাম) করতে অস্বীকার করে। তারা তাঁর উপর আস্থা রাখেনি। লোকেরা ক্রন্দন ও বচসার পথ বেছে নেয়। সে-কারণে, তারা বিশ্বাসে এগিয়ে যেতে পারেনি।

যখন আমরা ঈশ্বরের উপর আশ্রয় (বিশ্রাম) না নেই, তখন আমাদের জন্য বিশ্বাস প্রদর্শন কঠিন হয়। আমাদের হৃদয়ে ন্যায়পরায়ণতা নয় বরং সন্দেহ দানা বাধে। বিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, যখন আমরা পর্যাপ্ত বিশ্রাম না নেই, তখন আমরা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সন্দেহের কারণে আমরা মুটিয়ে যাই, মাদক সেবন শুরু করি, কিংবা অল্পতে ক্লান্ত ও হতাশ হই।

গণনা ১৪:১-১০ পদ পড়ুন। পরে কি ঘটে?

পরিস্থিতি খারাপের থেকে অধিক খারাপে যায়। কালেব লোকদের সাবধান করেন: "তোমরা কোন মতে সদাপ্রভুর বিদ্রোহী হইও না" (গণনা ১৪:৯)। কিন্তু লোকেরা তার কথা গ্রাহ্য করেনি। তারা তাদের নেতাদের পাথর মেরে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। যে-হৃদয় ঈশ্বরের উপর নির্ভর (বিশ্রাম) করে না, সে-হৃদয় ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাবে। সেই উপলব্ধি কোথায় নিয়ে যায়? মৃত্যুর দিকে।

"কালেব ও যিহোশূয়কে পাথর মেরে মেরে ফেলার জন্য রব উঠল। বিভ্রান্ত জনতা ক্ষিপ্ত চিৎকারে তাদের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তখন সহসা তাদের হাত থেকে পাথর পড়ে গেল, আর তারা ভয়ে কাঁপতে লাগল। ঈশ্বর মধ্যবর্তী হলেন। তাঁর উপস্থিতির উজ্জ্বল আলোকে সমাগম-তাঁবু আলোকিত হয়ে উঠল। এখন কেউ আর বাধা প্রদান করতে সাহস পেল না। মন্দ প্রতিবেদন দানকারী গুপ্তচরেরা হামাগুড়ি দিয়ে নিজ নিজ তাঁবুর অনুসন্ধানে চলল।" *–পিতৃকুলপতিগণ ও ভাববাদীগণ*, পৃষ্ঠা: ২৭৩।

বুধবার **জুলাই ৭**

ঈশ্বর ও পাপীকুলের মধ্যস্থতাকারী (গণনা ১৪:১১, ১২)

ইস্রায়েল-জাতি যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে গেল, তখন ঈশ্বর মোশিকে কোন্ সুযোগের প্রস্তাব দিলেন? উত্তরের জন্য গণনা ১৪:১১, ১২ পদ পড়ুন।

ঈশ্বর ইস্রায়েল-জাতিকে বিনষ্ট করার এবং মোশির কুল থেকে এক নতুন জাতি-বংশ গঠন করার প্রস্তাব দেন।

লোকেরা যখন ঈশ্বর ও মোশির বিরুদ্ধে গেল, তখন মোশি কি করলেন? উত্তরের জন্য গণনা ১৪:১৩-১৯ পদ পড়ুন।

এই পদগুলো আমাদের দেখায় যে, মোশি ঈশ্বরের একজন বিশ্বস্ত লোক। মোশির উত্তর আমাদের সেই প্রার্থনা দেখায় যা যীশু ১৪০০ বছর পর তাঁর শিষ্যদের সকল সমস্যা কালিন সময়ে করবেন (যোহন ১৭)। যীশু এখন স্বর্গে আমাদের পক্ষে যে-কাজ করছেন, সেই একই কাজ মোশি এখানে করলেন। মোশি ঈশ্বরের লোকদের প্রশয় দিচ্ছেন না। তিনি জানেন যে, তারা অপরাধী। সত্ত্বেও তিনি তাদের জন্য ঈশ্বরের ক্ষমা প্রার্থনা করছেন, ঈশ্বরের প্রেম ও দয়া যাচঞা করছেন (গণনা ১৪:১৯)। সদাপ্রভু লোকদের ক্ষমা করছেন কারণ মোশি তাদের হয়ে ক্ষমা চাইছেন। একইভাবে, যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুর কারণে, তাঁর পুনরুত্থাণের কারণে ঈশ্বর আজ আমাদের ক্ষমা করছেন।

সে-কারণে মোশি বলেন, "বিনয় করি, তোমার দয়ার মহত্ত্বানুসারে, এবং মিসর দেশ হইতে এই পর্যন্ত এই লোকদিগকে যেমন ক্ষমা করিয়া আসিতেছ, তদনুসারে এই লোকদের অপরাধ ক্ষমা কর" (গণনা ১৪:১৯)। ঈশ্বরের দয়া আমাদের নিরাময় করে। ঈশ্বরের ক্ষমা আমাদের হৃদয়কে তাঁর প্রতি ফেরায় এবং আমাদেরকে নবায়ন করে। ক্ষমার জন্য আমাদের মূল্য দিতে হয়। দয়া ও ক্ষমা সস্তা নয়। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের ভুলের মূল্য দিব না। আমাদের মন্দ সিদ্ধান্ত হচ্ছে অন্যদের জন্য এবং আমাদের নিজেদের জন্য ব্যথার কারণ। আর, সেহেতু, ইস্রায়েলের এই দলটি প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে পারল না (গণনা ১৪:২০-২৩)।

হ্যাঁ, ঈশ্বর ইস্রায়েল-জাতিকে আরও ৩৮ বছর তত্ত্বাবধান করবেন। ঈশ্বর তাদের মুক্ত করবেন। তিনি আরাধনার পবিত্র তাম্বু থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাদের সঙ্গে প্রান্তরে থাকবেন। কিন্তু পরে তারা মারা যাবে।

আর, তখন তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখার প্রয়োজন পড়ল; ঈশ্বর এই সন্তানদের প্রতিজ্ঞাত দেশে নিবেন। ব্যাপারটা কি এমন মনে হয় যে, ঈশ্বর তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে বিচার করছেন? আসলে, ঈশ্বর তাদেরকে তাঁর দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শন করছেন। এই ইস্রায়েল-সন্তানেরা যদি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, তাহলে তারা কনানের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং বিজয়ী হবে। কিভাবে তারা তাদের চারপাশের লোকদের প্রতি একটি 'আলোক' স্বরূপ হবে যদি কিনা তারা নিজেরাই ফাঁদে ও অন্ধকারে পড়ে?

.....

.....

বৃহস্পতিবার **জুলাই ৮**

সত্য বিশ্বাস কিংবা মিথ্যা বিশ্বাস (১ করিন্থীয় ১০:১-১১)

দ্বিতীয় আগমনের কেবলই পূর্বের ঘটনার সঙ্গে এবং প্রান্তরে ইস্রায়েল-জাতির অবস্থান-কালের ঘটনার সঙ্গে পরস্পর তুলনা করুন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বসবাসকারী এই লোকদের মাঝে কি মিল রয়েছে? উত্তরের জন্য ১ করিন্থীয় ১০:১-১১ পদ পড়ুন।

বাইবেলের যুগে ঈশ্বরের লোকেরা প্রতিজ্ঞাত দেশে যাবার পথে প্রান্তরে যত্রতত্র ভ্রমণ করেছে। বর্তমানে, ঈশ্বরের লোকেরা প্রতিজ্ঞাত দেশে যাবার পথে রয়েছে। কিন্তু তারা যে প্রান্তরে রয়েছে, সে-প্রান্তর আসল নয়। বর্তমান যুগের প্রান্তর হচ্ছে একটি রূপক চিত্র যা দেখায় যে, যখন আমরা ঈশ্বরে আশ্রয় (বিশ্রাম) না নেই, তখন আমাদের এই আধুনিক জীবন কতটা সারশূন্য।

আমরা ইস্রায়েল-জাতির সমতুল্য। অধিকন্তু আমরা ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখায় অবহেলা করি। আমরা শান্তি খুঁজি। কিন্তু এই শান্তি আমরা ভুল জায়গায় খুঁজি।

গণনা ১৪:৩৯-৪৫ পদ অনুসারে, ঈশ্বর যখন ইস্রায়েল-জাতির বিচার করেছেন, তখন তারা কেমন আচরণ করছে?

ইস্রায়েল-জাতি বলেছে, "পরে তাহারা প্রত্যুষে উঠিয়া পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিতে উদ্যত হইয়া কহিল, দেখ, এই আমরা, সদাপ্রভু যে স্থানের কথা বলিয়াছেন, আমরা সেই স্থানে যাই, কেননা আমরা পাপ করিয়াছি" (গণনা ১৪:৪০)। ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যায়। পরে, ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের নিজেদের শক্তিতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরতে চেষ্টা করে। গণনা পুস্তকের ১৪ অধ্যায়ের শেষ পদ দুটিতে আমরা দেখি যে, ইস্রায়েল জাতি ঈশ্বর প্রদত্ত পরিকল্পনা মেনে নিতে অগ্রাহ্য করে। পরে কি হয়? মৃত্যু ও হতাশার দ্বারা ঈশ্বরের লোকদের গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে। লোকেরা ছিল অত্যন্ত ঘাড়ু। তারা নিয়মের পবিত্র সিন্দুক ছাড়াই যুদ্ধে এগিয়ে গেছে। তারা মোশির পরিচালনা ব্যতিত এগিয়ে চলেছে। তাদের হৃদয় মিথ্যা বিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। মিথ্যা বিশ্বাসটি ছিল এমন যে, ঈশ্বর তাদের রক্ষা করবেন এবং তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেননি, তাও দিবেন। এটি ভয়ংকর পাপ।

ঈশ্বর যা দেবার প্রতিজ্ঞা করেননি, তাও তিনি দিবেন বলে আমরা যখন বিশ্বাস করি, তখন আমরা বিপদে থাকি। এই পাপ আমাদের জীবন নিতে পারে, কারণ এই পাপ আমাদের মৃত্যুর পথে নিয়ে যায়। আমরা মারা যেতে পারি, কারণ যখন আমাদের সামনে এগুতে ভয় করা উচিত, তখন আমরা ভয় করি না। ঈশ্বরকে ছাড়া কিংবা তাঁর সাহায্যের প্রতিজ্ঞা ব্যতিত কাজ করতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখতে হবে এবং নেতৃত্বের জন্য তাঁর উপরে নির্ভর করতে হবে। কিন্তু অধিকন্তু, তা আমরা করি না। অর্থাৎ, আমরা এমন সিদ্ধান্ত নেই যা পরবর্তীতে আমাদের পরিতাপের কারণ হয়।

একটি সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন আপনি বিশ্বাসে কাজ করেছিলেন। এখন, আরেকটি সময়ের কথা স্মরণ করুন যখন আপনি সদাপ্রভুর পরিকল্পনার উপর নির্ভর করেননি। কি কারণে এই দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে?

শুক্রবার **জুলাই ৯**

অতিরিক্ত আলোচনা: "ইস্রায়েল জাতি তাদের পাপের জন্য বহুবার দুঃখ প্রকাশ করেছে। ব্যাপারটা ওরকমই মনে হয়েছে। কিন্তু তাদের হৃদয়ে সত্যিকারের অনুতাপ ছিল না। তারা কেবল তাদের পাপের কারণে আনীত দুঃখ-দুর্দশার

কারণে অনুতপ্ত হয়েছে। তারা ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্যতার কারণে অনুতপ্ত হয়নি। তারা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক অনুতপ্ত হয়নি। সুতরাং, ঈশ্বর লোকদের একটি পরীক্ষা দেন। তিনি তাদেরকে তাদের শত্রুদের দেশ থেকে ফিরতে বলেন। লোকেরা যখন জানতে পারে যে, ঈশ্বর এখনই তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশটি দিচ্ছেন না, তখন তারা নিজেদের চেষ্টায় তা লাভ করতে চায়। তারা ঘোষণা করে যে, তারা প্রান্তরে ফিরে যাবে না। লোকেরা জানে যে, তারা মারাত্মক পাপ করেছে। তারা তাদের আবেগ দ্বারা চলতে চাইল। তারা তখন সেই গুপ্তচরদের হত্যা করতে চাইল যারা তাদেরকে ঈশ্বরের বাধ্য থাকতে বলেছিল। এবার তারা জেনে ভীত হল যে, তারা ভুল করেছে। এখন তাদের পাপের কারণে ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে চলেছে। তাদের হৃদয় পরিবর্তিত হল না। তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যাবার জন্য অজুহাত খুঁজে চলল। মোশি যখন তাদেরকে প্রান্তরে ফিরতে নির্দেশ দিলেন, তখন তারা তাদের প্রত্যাশিত অজুহাত খুঁজে পেল। লোকদের প্রতি স্বয়ং ঈশ্বর মোশিকে এই আদেশ দিতে বলেছিলেন।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *পিতৃকুলপতিগণ ও ভাববাদিগণ*, পৃষ্ঠা: ৩৯১।

"কিন্তু বিশ্বাস কোন অর্থেই অন্যায় ঝুঁকি গ্রহণের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে। যে ব্যক্তির প্রকৃত বিশ্বাস আছে কেবলমাত্র সেই অন্যায় ঝুঁকি গ্রহণের সম্পর্কে নিরাপদ কারণ অন্যায় ঝুঁকি গ্রহণ হইতেছে শয়তান দ্বারা জালকৃত বিশ্বাস। বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাসমূহ দাবি করিয়া থাকে, এবং আজ্ঞাবহতায় ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। অন্যায় ঝুঁকি গ্রহণও প্রতিজ্ঞাসমূহ দাবি করে বটে, কিন্তু তৎসমুদয়কে শয়তানের ন্যায় আজ্ঞালঙ্ঘনের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। বিশ্বাস আমাদের আদি পিতামাতাকে ঈশ্বরের প্রেমে আস্থা স্থাপন পূর্বক তাঁহার আজ্ঞাসকল পালন করিতে পরিচালিত করিত। অন্যায় ঝুঁকি গ্রহণ তাহাদিগকে তাঁহার ব্যবস্থা লঙ্ঘনে প্ররোচিত করিল, তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার মহা প্রেমের বাহুল্যে তাহারা তাহাদের পাপের পরিণতি হইতে রক্ষা পাইবে। যে সকল শর্ত পালন সাপেক্ষে দয়া লাভ করা যায় সে সকল শর্ত পালন না করিয়াই ঈশ্বরের অনুগ্রহ দাবি করা কখনও বিশ্বাস বলিয়া আখ্যায়িত হইতে পারে না। অকপট বিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তিমূল নিহিত রহিয়াছে শাস্ত্রীয় প্রতিজ্ঞা ও শর্তসমূহে।" –ঈলেন জি হোয়াইট, *সর্ব-যুগের বাসনা*, পৃষ্ঠা: ১১২।

আলোচ্য প্রশ্নাবলী:

১। ক্লাশে, সত্যিকারের বিশ্বাস ও মিথ্যা বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করুন। পার্থক্য দুটি কি? ঈশ্বর যখন ইস্রায়েল-জাতিকে কনানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং তাদের দেশ দখল করতে বলেন, তখন তিনি তাদেরকে কাজটি বিশ্বাসের সঙ্গে করতে বলেন। অথচ, লোকেরা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু পরে, ইস্রায়েল জাতি যখন কনানীয়দের আক্রমণ করে, তখন ঈশ্বর বলেন যে, তারা তাদের প্রচেষ্টার দ্বারা পাপ করেছে। লোকদের বিশ্বাস ছিল মিথ্যা। ঈশ্বর যখন যুদ্ধ করতে বলেছিলেন, তখন তারা যুদ্ধ করেনি। পরে, ঈশ্বর যখন তাদের যুদ্ধ করতে নিষেধ করলেন, তখন তারা যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে গেল। প্রথম দৃষ্টান্তটি কেন বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি কেন অবিশ্বাস দেখায়? আমাদের চারপাশের ঘটনার দ্বারা এবং আমাদের আবেগের দ্বারা কিভাবে আমরা সত্যিকারের বিশ্বাস এবং মিথ্যা বিশ্বাস দেখাতে পারি?

২। সেই সব পাপের ধারণাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন যা আমাদের দুঃখ-দুর্দশার পথে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, আমরা ক্ষমা পেতে পারি। কিন্তু আমরা আমাদের কৃত পাপের প্রতিফল এড়িয়ে যেতে পারি না। কিছু লোক আছে যারা বিশ্বাস করতে পারে না যে, তাদের অতীত পাপের ক্ষমা তারা লাভ করেছে। ব্যাপারটা তখন আরও বেশি সত্য বলে মনে হয় যখন তাদের পাপের প্রতিফল তাদের নিজেদের উপর কিংবা প্রিয়জনদের উপর বর্তে। যারা এ-ধরণের দোটানায় ভুগছে যে, ঈশ্বর তাদের সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন কিংবা করেননি– তাদেরকে আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?